আল্লাহর সাথে কথা বলার গোপন পদ্ধতি-কুরআনের মুরাকাবা সাধনা

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

আল্লাহর সাথে কথা বলার গোপন পদ্ধতি- কুরআনের মুরাকাবা সাধনা

ভূমিকা:

আপনি কি কখনো গভীর রাতে এমন একাকীত্ব অনুভব করেছেন, যখন মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেমে গেছে এবং আপনি একদম একা? ঠিক সেই মুহূর্তে, বুকের গভীরে কি এমন কোনো হাহাকার জেগে ওঠে, যা শুধু মহান রবের সাথে কথা বলতে চায়? কল্পনা করুন, আপনি চোখ বন্ধ করে আছেন এবং হঠাৎ অনুভব করলেন, মহান আল্লাহ আপনার প্রতিটি ফিসফিসানি শুনছেন এবং আপনার হৃদয়ে উত্তর দিচ্ছেন।আজ আমি আপনাদের এমন এক গোপন আধ্যাত্মিক জগতের দরজায় নিয়ে যাব, যেখানে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই, শুধুই আপনি আর আপনার রব।এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি শিখবেন কীভাবে কুরআনের মুরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আত্মিক কথোপকথন স্থাপন করা যায়।সাবধান, এই পথ দুর্বল চিত্তের মানুষের জন্য নয়, এটি তাদের জন্য যারা রবের প্রেমে পাগলপারা।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আধ্যাত্মিকতার এই গহীন সফরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।আমি আপনাদের খাদেম, হাফেজ

সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-কামিল। আজ আমরা জানব রুহানি সেই গোপন রহস্য, যা মুমিন হৃদয়ে আল্লাহর আওয়াজ পৌঁছে দেয়।

অধ্যায় ১: রুহের অতৃপ্ত হাহাকার ও নিস্তব্ধতার ডাক

পৃথিবীর সমস্ত সুখ পাওয়ার পরেও মানুষের মনের গভীরে এক অদ্ভুত শূন্যতা বিরাজ করে যা কিছুতেই পূরণ হতে চায় না।এই শূন্যতা আসলে আপনার রুহের হাহাকার যা তার আসল মালিকের সাথে কথা বলার জন্য ছটফট করছে এবং মুক্তির পথ খুঁজছে।দিনের বেলার ব্যস্ততা ও মানুষের ভিড়ে আমরা আমাদের বিবেকের আওয়াজ শুনতে পাই না, কিন্তু রাত যখন গভীর হয়, তখন রুহ তার রবের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আপনি যখন বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তখন যে অজানা কষ্ট বুকে চাপে, তা মূলত আল্লাহর ডাক। আল্লাহ বান্দাকে সেই একাকীত্বের মুহূর্তে কাছে ডাকেন যাতে তিনি বিশেষ কিছু গোপন কথা বান্দার সাথে বলতে পারেন। যারা এই ডাক শুনতে পায় এবং সাড়া দেয়, তারাই আধ্যাত্মিক জগতের প্রথম ধাপে পা রাখে।এই অধ্যায়ে আমরা বুঝব যে, আমাদের অস্থিরতা কোনো রোগ নয় বরং এটি আল্লাহর সাথে প্রেমের সম্পর্কের এক অদৃশ্য আমন্ত্রণ। আপনাকে বুঝতে হবে যে এই জগত কেবল শরীর ও বস্তুর নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে এক বিশাল রুহানি জগত যা চর্মচক্ষে দেখা যায় না। আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য প্রথম শর্ত হলো নিজের ভেতরের এই

হাহাকারকে চেনা এবং দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে রবের দিকে ধাবিত হওয়া।যখন আপনি বুঝবেন যে আল্লাহ আপনাকে ডাকছেন, তখনই শুরু হবে আপনার আসল আধ্যাত্মিক যাত্রা।

অধ্যায় ২: তাহাজ্জুদের অলৌকিক সময় ও রহমতের দরজা

রাতের শেষ প্রহর বা তাহাজ্জুদের সময় হলো আল্লাহর সাথে বান্দার গোপন প্রেমের সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়।এই সময়ে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দাকে ডাকতে থাকেন কার কী প্রয়োজন তা জানানোর জন্য।আপনি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকেন, তখন আল্লাহর প্রেমিকরা জায়নামাজে দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসায় এবং রবের সাথে কথোপকথন শুরু করে। এই সময়ের নিস্তব্ধতা এমন এক পরিবেশ তৈরি করে যেখানে আপনার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য এই সময়টি বেছে নেওয়া অপরিহার্য কারণ তখন শয়তানের প্রভাব কমে যায় এবং ফেরেশতাদের আনাগোনা বেড়ে যায়। অন্ধকার ঘরে যখন আপনি একা বসে থাকেন, তখন মনে হবে মহাবিশ্বে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, শুধু আল্লাহ আপনার সামনে উপস্থিত।এই সময়ে করা প্রতিটি দোয়া এবং জিকির সরাসরি কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং অন্তরে এক অদ্ভুত প্রশান্তি বর্ষিত হয়।যারা আল্লাহর আওয়াজ শুনতে চান, তাদের অবশ্যই আরামের ঘুম ত্যাগ করে এই পবিত্র সময়ে

জায়নামাজে দাঁড়াতে হবে।তাহাজ্জুদের সময় প্রকৃতিও আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে, তাই এই সময়ে সাধনা করলে রুহানি শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।এটি কেবল নামাজ নয়, এটি হলো প্রভুর সাথে দাসের একান্ত বৈঠকের সময়।

অধ্যায় ৩: ওযু ও পবিত্রতার মাধ্যমে রুহানি প্রস্তুতি

আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য কেবল শারীরিক পবিত্রতা যথেষ্ট নয়, বরং অন্তরের পবিত্রতা বা তাযকিয়ায়ে নফস অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। যখন আপনি ওযু করবেন, তখন মনে মনে কল্পনা করবেন যে পানির সাথে আপনার সমস্ত গুনাহ ধুয়ে মুছে যাচ্ছে এবং আপনি নিষ্পাপ শিশুর মতো হয়ে যাচ্ছেন।ওযুর সময় প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সাথে সাথে নিয়ত করবেন যে এই অঙ্গ দিয়ে আর কখনো গুনাহ করবেন না।পবিত্র পোশাক এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে জায়নামাজে বসা উচিত কারণ ফেরেশতারা সুগন্ধি পছন্দ করেন এবং দুর্গন্ধ অপছন্দ করেন।জায়নামাজে বসার পর দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা, দুশ্চিন্তা এবং পরিকল্পনার বস্তা বাইরে ফেলে দিতে হবে। মনে করবেন আপনি এখন রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন যেখানে কোনো মিথ্যা বা ছলনার স্থান নেই। আপনার শরীর যেমন পবিত্র হয়েছে, তেমনি আপনার মনকেও হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার থেকে মুক্ত করতে হবে।একটি অপরিষ্কার পাত্রে যেমন ভালো দুধ রাখা যায় না, তেমনি অপবিত্র অন্তরে আল্লাহর নূর প্রবেশ করে না।আল্লাহর সাথে যোগাযোগের জন্য প্রস্তুতিটা হতে হবে

যুদ্ধের মতো দৃঢ় এবং প্রেমের মতো কোমল।যখন আপনি পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে জায়নামাজে বসবেন, তখন অনুভব করবেন আপনার চারপাশে এক নূরের আভা তৈরি হচ্ছে।

অধ্যায় ৪: কুরআনের সাথে কথোপকথনের দর্শন

অনেকেই মনে করেন কুরআন কেবল তেলাওয়াতের জন্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধকরা জানেন কুরআন হলো আল্লাহর সাথে কথা বলার লাইভ মাধ্যম।যখন আপনি কুরআন পড়ছেন, তখন মনে করবেন আল্লাহ সরাসরি আপনার সাথে কথা বলছেন এবং আপনাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। হযরত আলী (রা.) বলতেন, "যখন আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাই তখন নামাজ পড়ি, আর যখন চাই আল্লাহ আমার সাথে কথা বলুক তখন কুরআন পড়ি।' কুরআনের প্রতিটি আয়াত আপনার জীবনের কোনো না কোনো সমস্যার সমাধান নিয়ে নাজিল হয়েছে যা গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়।মুরাকাবার সময় কুরআনকে কেবল বই হিসেবে দেখবেন না, বরং এটিকে আল্লাহর কথা বা কালাম হিসেবে হৃদয়ে ধারণ করবেন।আপনি যখন কোনো আয়াত পাঠ করবেন, তখন থামবেন এবং ভাববেন আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কী বার্তা দিতে চাইছেন। কুরআনের হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের জ্যোতি বাড়ে এবং অন্তরের মরিচা দূর হয়ে যায়।আল্লাহর সাথে কথা বলার গোপন চাবিকাঠি হলো কুরআনের অর্থের গভীরে ডুব দেওয়া এবং নিজের অবস্থার সাথে তা মিলিয়ে নেওয়া।যখনই আপনি কুরআনের

আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন, তখনই আপনার মনে হবে আল্লাহ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এই অনুভূতিই হলো আল্লাহর সাথে কথোপকথনের প্রথম ধাপ যা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে।

অধ্যায় ৫: গোপন সাধনা - 'ইয়া সামিউ' এর আমল ও মুরাকাবা

(এই অধ্যায়ে বর্ণিত সাধনাটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এটি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পালন করতে হবে)

এই সাধনাটি করার জন্য বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত বা জুম্মাবার রাত বেছে নেওয়া উত্তম, রাত ২টার পর পাক-পবিত্র হয়ে কিবলামুখী হয়ে বসবেন।প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবেন এবং সেজদায় গিয়ে নিজের গুনাহের জন্য মন থেকে তওবা করবেন।নামাজ শেষ করে চোখের পাতা বন্ধ করবেন এবং কল্পনা করবেন আপনার হৃদয়ের মাঝখানে 'আল্লাহ' শব্দটি সোনালী অক্ষরে লেখা আছে। এরপর ধীরস্থিরভাবে এবং অত্যন্ত ভক্তির সাথে আল্লাহর গুণবাচক নাম "ইয়া সামিউ" (হে সর্বশ্রোতা) ৩১৩ বার পাঠ করবেন।জিকির করার সময় শ্বাস নেওয়ার সাথে 'ইয়া' এবং ছাড়ার সাথে 'সামিউ' বলবেন, যেন প্রতিটি শ্বাস আল্লাহর নামে প্রবাহিত হচ্ছে। জিকিরের সময় পূর্ণ মনোযোগ হৃদয়ের দিকে রাখবেন এবং কল্পনা করবেন আল্লাহ আপনার ডাক শুনছেন এবং আপনার খুব কাছে আছেন।৩১৩ বার শেষ হলে ১০

মিনিট একদম চুপ করে বসে থাকবেন এবং কানে কোনো আওয়াজ না শুনে হৃদয়ের স্পন্দন শোনার চেষ্টা করবেন।এই ১০ মিনিট হলো আসল মুরাকাবা, যেখানে আপনি আল্লাহর উত্তরের অপেক্ষা করবেন এবং মনকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত রাখবেন।এই সাধনাটি টানা ৪১ দিন করলে ইনশাআল্লাহ আপনার অন্তরে এমন এক শক্তি জাগবে যা আগে কখনো অনুভব করেননি।সাধনা চলাকালীন কারো সাথে কথা বলবেন না এবং রুমের আলো নিভিয়ে রাখবেন। এই পদ্ধতিটি আল্লাহর ওলিদের পরীক্ষিত এবং এটি সরাসরি কলবে আল্লাহর নূরের পরশ এনে দেয়।

অধ্যায় ৬: শারীরিক ও মানসিক অনুভূতির পরিবর্তন

সাধনা শুরু করার কয়েকদিন পর থেকেই আপনি আপনার শরীরের ভেতরে এবং মনের গহীনে কিছু অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করবেন।নামাজের সময় বা মুরাকাবার সময় মনে হবে আপনার শরীর হালকা হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি শূন্যে ভাসছেন।কখনো কখনো পিঠের মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা স্রোত প্রবাহিত হতে পারে অথবা কপালে মৃদু চাপ অনুভব করতে পারেন। এগুলো ভয়ের কিছু নয়, বরং এগুলো হলো রুহানি জগত আপনার সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রাথমিক লক্ষণ বা সংকেত।আপনার স্বপ্নের জগত পরিষ্কার হতে শুরু করবে এবং আপনি এমন সব স্বপ্ন দেখবেন যা ভবিষ্যতে সত্য হয়ে যাচ্ছে।মানুষের ভিড়ে থাকলেও আপনার মনে হবে আল্লাহ আপনার সাথে আছেন এবং আপনি সর্বদা এক ধরনের ঘোরের মধ্যে থাকবেন। কখনো মনে হবে কেউ

আপনার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল অথবা সুঘ্রাণ নাকে আসবে যা ঘরের কোথাও নেই। এই পর্যায়ে আপনার রাগ কমে যাবে এবং অল্পতেই চোখে পানি চলে আসবে যা অন্তরের নরম হওয়ার লক্ষণ।শারীরিক এই পরিবর্তনগুলো প্রমাণ করে যে আপনার নফস পবিত্র হচ্ছে এবং রুহ শক্তিশালী হচ্ছে।সাধক এই সময় নিজেকে খুব সাবধানে রাখেন এবং কারো কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেন না। এই অনুভূতিগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ উপহার যা কেবল ধৈর্যশীলরাই লাভ করেন।

অধ্যায় ৭: শয়তানের বাধা ও ওয়াসওয়াসার আক্রমণ

যখনই কোনো বান্দা আল্লাহর খুব কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করে, তখনই শয়তান তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।সাধনার মাঝপথে আপনার মনে অদ্ভুত সব কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা আসতে পারে যা আপনাকে ইবাদত থেকে দূরে সরাতে চাইবে।হঠাৎ মনে হতে পারে আপনার নামাজ হচ্ছে না, অথবা আল্লাহ আপনার কথা শুনছেন না, যা আপনাকে হতাশ করে দিতে পারে।কখনো কখনো ইবাদতের সময় ভয়ের সৃষ্টি হতে পারে বা মনে হতে পারে পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।শয়তান চাইবে আপনাকে দিয়ে এমন কোনো গুনাহ করাতে যা আপনার অর্জিত সমস্ত রুহানি শক্তি নষ্ট করে দেবে।এই সময়ে ধৈর্য ধারণ করা এবং "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম" বেশি বেশি

পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি।মনে রাখবেন, যেই গাছে ফল বেশি ধরে, সেই গাছেই ঢিল বেশি পড়ে, তাই বাধা আসা মানে আপনি সঠিক পথেই আছেন।শয়তান আপনাকে বোঝাবে যে আপনি একজন বড় বুজুর্গ হয়ে গেছেন, যাতে আপনার মধ্যে অহংকার চলে আসে। এই অহংকার পতনের মূল কারণ, তাই নিজেকে সর্বদা তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করতে হবে। সাধনার পথে এই বাধাগুলো হলো পরীক্ষা, যা পার হতে পারলেই গন্তব্য নিশ্চিত।

অধ্যায় ৮: কান্নার জোয়ার ও হৃদয়ের প্রশান্তি

সাধনার এক পর্যায়ে এমন একটি রাত আসবে যেদিন আপনি জায়নামাজে বসে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবেন না।আপনার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকবে এবং বুকের ভেতর জমে থাকা পাথর যেন গলে যাবে।এই কান্না কোনো কষ্টের কান্না নয়, এটি হলো রবের সাথে মিলনের আনন্দের কান্না এবং গুনাহ মাফের আকুতি।এই কান্নার পর আপনার মনে হবে আপনার বুকের ওপর থেকে হাজার মণের বোঝা নেমে গেছে এবং আপনি একদম হালকা হয়ে গেছেন।এই মুহূর্তটি হলো কবুলিয়তের মুহূর্ত, তখন আপনি যা চাইবেন আল্লাহ তাই কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ।আপনার হৃদয়ে এক গভীর প্রশান্তি বা সাকিনা নাজিল হবে যা দুনিয়ার কোনো সম্পদ দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।আপনি বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে ভালোবাসেন।এই সময়ে আপনি আল্লাহর কাছে কোনো কথা

বললে মনে হবে তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।চোখের পানি হলো আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে দামী উপহার যা জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেয়।এই অধ্যায়ে সাধক তার রবের প্রেমে ফানা হয়ে যায় এবং দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

অধ্যায় ৯: ইলহাম বা অন্তরে আল্লাহর আওয়াজ

দীর্ঘ সাধনা এবং পবিত্রতার পর আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাথে কথা বলেন, তবে তা মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো নয়।আল্লাহ বান্দার অন্তরে এমন কোনো কথা বা ধারণা ঢেলে দেন যা আগে তার জানা ছিল না, একেই ইলহাম বলা হয়। কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে হঠাৎ আপনার মনে হবে কেউ আপনাকে সঠিক পথটি দেখিয়ে দিচ্ছে বা সমাধান বলে দিচ্ছে। মুরাকাবার গভীর স্তরে আপনি অন্তরে স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পারেন যা আপনাকে কোনো কাজ করতে বা না করতে আদেশ দিচ্ছে। এটি হলো সেই মাকাম যেখানে বান্দা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী চলে এবং আল্লাহ বান্দার হাত, পা ও চোখের শক্তি হয়ে যান। আপনি কুরআনের কোনো আয়াত পড়ার সময় হঠাৎ চমকে উঠবেন এবং মনে হবে এই আয়াতটি এখনই আপনার জন্য নাজিল হলো। এই আওয়াজ বা অনুভূতি এতই প্রবল এবং সত্য হয় যে, আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না। তবে এই স্তরে পৌঁছাতে হলে মিথ্যা কথা এবং হারাম খাবার সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।ইলহাম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ গাইডেন্স যা কেবল মুত্তাকিদের নসিব হয়।যখন আপনি

এই স্তরে পৌঁছাবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ সব সময় আপনার সাথেই কথা বলছিলেন, আপনিই শুনতে পাননি।

অধ্যায় ১০: একজন নতুন মানুষের জন্ম ও চিরস্থায়ী সম্পর্ক

এই সাধনার সফর শেষে আপনি আর আগের সেই সাধারণ মানুষটি থাকবেন না, আপনি এক নতুন আলোকিত মানুষে পরিণত হবেন। আপনার প্রতিটি কথা, কাজ এবং আচরণে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নতের ছাপ ফুটে উঠবে এবং মানুষ আপনাকে দেখে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক এমন গভীর হবে যে, আপনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলে থাকতে পারবেন না।দুনিয়ার বিপদ-আপদ আপনাকে আর বিচলিত করবে না কারণ আপনি জানেন আপনার অভিভাবক মহান আল্লাহ। আপনি মানুষের উপকারে আসবেন এবং আপনার সান্নিধ্যে আসলে অস্থির মানুষও শান্তি খুঁজে পাবে। এই পরিবর্তন কেবল কয়েক দিনের জন্য নয়, বরং এটি আপনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্থায়ী হবে ইনশাআল্লাহ।আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে জীবনের আসল উদ্দেশ্য কেবল খাওয়া-দাওয়া নয়, বরং রবের সন্তুষ্টি অর্জন। আপনার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং মানুষের অন্তরে আপনার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এটাই হলো মুমিন জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা, যেখানে সে দুনিয়াতে থেকেও জান্নাতি সুখ অনুভব করে।আল্লাহর সাথে এই বন্ধুত্ব মৃত্যুর পরেও কবরে এবং হাশরে আপনার সঙ্গী হয়ে থাকবে।

উপসংহার ও শিক্ষণীয় বার্তা:

প্রিয় দর্শক, আল্লাহর সাথে কথা বলা কোনো জাদু বা মন্ত্র নয়, এটি হলো পবিত্র ভালোবাসা ও ত্যাগের ফল।আজকের এই ভিডিওতে বর্ণিত পথ অনুসরণ করলে এবং ধৈর্যের সাথে সাধনা করলে ইনশাআল্লাহ আপনিও সেই রুহানি স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন। মনে রাখবেন, আল্লাহ তাকেই কাছে টেনে নেন, যে আল্লাহর দিকে এক পা এগিয়ে যায়।আজ থেকেই তাহাজ্জুদ ও মুরাকাবার অভ্যাস গড়ুন, হয়তো আজকের রাতটিই আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

মেগাক্লাস এর ১২ টি স্পেশাল টপিক:

(এই টপিকগুলো মুরাকাবার সর্বোচ্চ শিখর এবং আল্লাহর সাথে গোপন সম্পর্কের চূড়ান্ত চাবিকাঠি)

১. গায়েবি আওয়াজ শোনার চূড়ান্ত মাকাম: নির্জন রাতে স্পষ্ট আল্লাহর কালাম শোনার সেই স্তর, যেখানে কোনো সন্দেহ থাকে না।

২. ৭০ হাজার পর্দার রহস্য ভেদ: কীভাবে নূরের ৭০ হাজার পর্দা সরিয়ে সরাসরি রবের আরশে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

৩. সুলতানুল আজকার বা নিঃশ্বাসের আঘাত: প্রতিটি শ্বাসকে তলোয়ারের মতো ব্যবহার করে কলবের তালা খোলার ভয়ংকর শক্তিশালী পদ্ধতি।

৪. হুরুফে মুকাত্তায়াত (আলিফ-লাম-মীম) এর কোড: কুরআনের গোপন অক্ষরের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ইমার্জেন্সি যোগাযোগের রাস্তা।

৫. ফানা ফিল্লাহর আগুনের স্তর: নিজের অস্তিত্ব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আল্লাহর সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়ার অনুভূতি।

৬. মুরাকাবায় দিদারে এলাহী: চর্মচক্ষু বন্ধ করে হৃদয়ের চোখে আল্লাহর নূরের তাজাল্লি বা জ্যোতি দেখার গোপন সাধনা।

৭. লাদুনী ইলমের দরজা: বিনা ওস্তাদে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবি জ্ঞান ও নির্দেশনা পাওয়ার উপায়।

৮. ফেরেশতাদের সাথে কথোপকথন: আল্লাহর বার্তা নিয়ে আসা ফেরেশতাকে অনুভব করা এবং তাদের সংকেত বোঝার নিয়ম।

৯. 'ইসম-এ-আজম' এর লুকানো শক্তি: আল্লাহর যেই গোপন নাম ধরে ডাকলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না এবং সাথে সাথে সাড়া দেন।

১০. তাজাল্লিয়ে জাতে বারি তা'আলা: যখন আল্লাহর নূর সরাসরি বুকে এসে পড়ে, তখন শরীরের যে কম্পন সৃষ্টি হয়—তা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন।

১১. লতিফায়ে কলব জারি করার ডাক: বুকের বাম পাশের গোশতের টুকরায় 'আল্লাহ' নামের জিকির অটোমেটিক চালু করার কৌশল।

১২. কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টির মহাজগত: দেয়াল বা দূরত্বের বাধা ভেদ করে মক্কা-মদিনা বা আল্লাহর আরশ সরাসরি দেখার শক্তি।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন। জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732